॥ মুখবন্ধ ॥

আধুনিক কালের বাংলা কবিতার একটি প্রধান লক্ষণ নাগরিকতা। এই নাগরিকতার দুটি দিক - ১। কবিদের বিশিষ্ট নাগরিক মনোভাব। ২। বিষয়বস্তু হিসেবে নগর (নাগরিক প্রকৃতি, পরিবেশ, জীবনযাত্রা প্রভৃতি)কে অবলম্বন করা। নাগরিক মনোভাব পুরোনো দিনের কবিতায়ও দুষ্প্রাপ্য ছিল না-উদাহরণ হিসেবে রাজসভার কবি বিদ্যাপতি বা ভারতচন্দ্র রায়ের নাম করা যেতে পারে। একালেও প্রমথ চৌধুরী তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে সুনির্দিষ্টভাবে নাগরিক উপাদান ব্যবহার না করলেও নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গী সর্বত্র বজায় রেখেছেন।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই একালের কবিরা বিশেষভাবে নগর সভ্যতার লোক বলে অল্পাধিক নাগরিক মনোভাবে বশীভূত। রোমান্টিক লিরিকের কবিরা প্রথম পল্লীবিষয়ে ব্যাকুলতা অনুভব করেছিলেন, এটা ক্রমে বেড়ে যায় এবং বাংলা কবিতার আন্তরিক উপলব্ধি হিসেবে যেমন, তেমনি ফ্যাসন হিসেবেও নগর বিমুখ পল্লীময় নিসর্গবোধ ব্যাপকতা পেতে থাকে। রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিকেরা প্রায় দলবদ্ধ ভাবে এই পল্লীব্যাকুলতার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। অবশ্যই সবাই সমান ভাবে নয়।

এই ভাবনার পটভূমিতে আমরা বর্তমান শতাব্দীর চার থেকে সাতের দশকের বিশেষ তিনজন কবিকে নির্বাচন করেছি। তাঁদের কবিতায় নাগরিক বোধ এবং বিষয়বস্তু হিসেবে নগরের ব্যবহার বিশেষ ভূমিকা নিয়ে দেখা দিয়েছে। সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই তিনজন কবির রচনার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা একালের বাংলা কবিতার একটি বিশেষ প্রবণতার পাঠ গ্রহণ করব এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ

:: ::

প্রবণতা ভিন্ন ভিন্ন কবির ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে কিভাবে নব নব রূপ ধারণ করে তারও পরিচয় নেব। কবিতার শিল্প সাফল্য তথা এসথেটিক মূল্য নিরূপণ করা আমাদের বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য নয়। কবিদের বিশিষ্ট প্রবণতা তথা সমাজচৈতন্য সময়ের এবং তাঁদের ব্যক্তি-সত্তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় কি রূপ ধারণ করে তাই আমাদের সন্ধানের বিষয়॥

.....